শতরূপা পিকচার্সের
প্রথম নিবেদন
নিশি
কন্যা
S.K.D.
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগীত
সুধীন দাশগুপ্ত

শতরূপা পিকচার্সের প্রথম নিবেদন—

সৌমিত্র
মিঠু
অভিনীত

নিশিকন্যা

চিত্রনাট্য-পরিচালনা : **আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়**
সঙ্গীত : **সুধীন দাশগুপ্ত**

বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অথৈজল" কাহিনী অবলম্বনে

অন্যান্য ভূমিকায় : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, দিলীপ রায় (আগুতি), অশোক মিত্র, নির্মল ঘোষ, অরূপ বোস, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, নির্মল মুখার্জি (অতিথি), **অনাদি ব্যানার্জি**, সুব্রতা চ্যাটার্জি, অলকা গাঙ্গুলী, ইন্দু চ্যাটার্জি, প্রীতি, পিন্টু, খগেন, পি, কে, শ্যামল ঘোষ, সুনীল, পূর্ণ, ভবরূপ, পরিতোস, বীরেন, কাশী, নির্মল, শক্তি।

বিশিষ্ট ভূমিকায় : **রুমা গুহঠাকুরতা ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।**

কণ্ঠসঙ্গীত : **মান্না দে, আশা ভোঁসলে, রুমা গুহঠাকুরতা।**

আলোক চিত্র পরিচালনা : রামানন্দ সেনগুপ্ত ॥ সম্পাদনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ॥ শিল্প নির্দ্দেশনা : সুবোধ দাস ॥ নৃত্য পরিকল্পনা : শক্তি নাগ ॥ গীত রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চিত্র গ্রহণ : সুখেন্দু দাসগুপ্ত (পিন্টু) ॥ শব্দ গ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চ্যাটার্জি ॥ শব্দ পুণর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জি ॥ সঙ্গীত গ্রহণ : বানশালী (ফেমাস ষ্টুডিও), বি, এন, শর্মা (বম্বে ল্যাব), সত্যেন চ্যাটার্জি ॥ রূপসজ্জা : মনোতোষ রায় ॥ সাজসজ্জা : বিষ্ণুপদ দাস ॥ কর্ম্মাধ্যক্ষ : কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

সহকারীবৃন্দ :—

পরিচালনা : প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, বাবু চ্যাটার্জি, পলু গাঙ্গুলী, বিবেকানন্দ বসু। সঙ্গীত : পরিমল দাশগুপ্ত। সঙ্গীত গ্রহণ : বলরাম বারুই, প্রভাস বর্মণ। শব্দগ্রহণ : বাবাজী শ্যামল। চিত্রগ্রহণ : বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি। শিল্পনির্দ্দেশনা : গুপী সেন। রূপসজ্জা : পাঁচু দাস ও অক্ষয় দাস। ব্যবস্থাপনা : মুরারী চ্যাটার্জি, হরি ভট্টাচার্য্য ও শঙ্কর দাশ। সম্পাদনা : বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, কাশী কাঁহার, রাম দাস, হংসরাজ, তুলসী ভট্টাচার্য। দৃশ্যপট নির্মাণে : চিরঞ্জীব শর্মা, দ্বিজবর রাউত, বেনু বিশোয়াল, হরেন দাস, রাজারাম, বরজু মোহান্ত রামেশ্বর, হরিপদ, চেমা, দিবাকর। দৃশ্যসজ্জায় : নিউ কর্ণওয়ালিস, ইয়ং বেঙ্গল ডেকোরেটর্স, মিলি ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কস। সাজসজ্জা পরিবেশক : সিনে ড্রেস। ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : আনন্দ চক্রবর্ত্তী। পটশিল্পী : প্রবোধ ভট্টাচার্য। স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা। পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। প্রচার : ধীরেন মল্লিক।

রেকর্ড : **পলিডোর কোং।**

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার : **জয়দেব বাসু ও মণ্টু দত্ত।**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

শ্যামলাল জালান, প্রণব মল্লিক, গোরাচাঁদ মুখার্জি, সুধাংশু বোস (ভেলো), নেপাল রায়চৌধুরী, তুষার দত্ত, নির্মল মুখার্জি, রবীন চক্রবর্ত্তী, রবীন মুখার্জি, বিজয় হালদার (রায়দিঘি), পুতুল মুখার্জি, দিলীপ দাশগুপ্ত, কালীরঞ্জন ব্যানার্জী ও **কলিকাতা পুলিশ** (মুচিপাড়া থানা)।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও প্রাঃ লিমিটেডে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে মোহিনীমোহন তরফদারের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব-পরিবেশনা : শতরূপা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স।

(প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য)

কাহিনী

গ্রামের ডাক্তার শশাঙ্ক মুখার্জি। কলকাতার কোন এক পল্লীর ক্ষুদ্র ঘরে আজ বড় একা। অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা তাকে টেনে নিয়ে যায় পথে। দেখা হয় ডাক্তারী শিক্ষানবীশকালীন এক বন্ধু ও গ্রাম সুবাদে আপনজন নেপালের সঙ্গে। ডাক্তার শশাঙ্কের এই অভাবনীয় অবস্থার কারন উভয়েই জানতে আগ্রহী। ডাক্তারও যেন মনের গভীরে গুমরে থাকা অব্যক্ত ব্যথা ব্যক্ত করতে চায়। জীবনের এক অদ্ভুত অধ্যায়ের অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকে।

সে শুধু ডাক্তারি পাশ করেছিল। মনের মধ্যে যে তার একটা বুভুক্ষু মন লুকিয়ে ছিল সেটা জানত না। নিজের গ্রামে ডাক্তারি করে। লোকের শ্রদ্ধা, প্রসংসা, ভালবাসা পেয়ে গ্রামের অনাচার দুর্নীতি কঠোর হাতে দমন করেছে। ঘরে শান্ত, সুশীলা, সাধ্বী স্ত্রী। দাম্পত্য জীবনে কোন অশান্তির চিহ্ন মাত্র নেই।

জনসেবার মহৎ উদ্দেশ্যে নিজের গ্রাম থেকে কিছু দূরে মঙ্গলগঞ্জ গ্রামে আরও একটি ডিসপেনসারি দিয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন সেখানে যেতে হয়।

মঙ্গলগঞ্জে বারোয়ারী তলায় খেমটার আসর বসেছে। দল এসেছে কলকাতা থেকে। গ্রামের কুটিল ব্যবসাদার গোবিন্দ দাঁর অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাক্তারকে আসতে হয় সেই খেমটার আসরে। দলের আকর্ষণীয় মেয়ে পান্না। যৌবনের উচ্ছলতায় ভরপুর। চোখে মোহিনী দৃষ্টি। ডাক্তারের মনে বিস্ময় জাগে। এমন মেয়ে খেমটার আসরে বড় একটা দেখা যায় না। ডাক্তারের উপস্থিতিও পান্নার মনেও দোলা দেয়। ডাক্তারের মনে যেন একটা কিসের পরিবর্তন দেখা দেয়।

পরের দিন ডাক্তারকে আবার দেখা যায় আসরে। ডাক্তার মুগ্ধ। প্যালা দিতে গিয়ে পান্নার হাতে হাত লাগে ডাক্তারের। উভয়ে বিমূঢ়—সম্মোহিত—উদ্বেলিত। ডাক্তার জীবনের একটা চরম মুহূর্তে এসে পৌঁছায়।

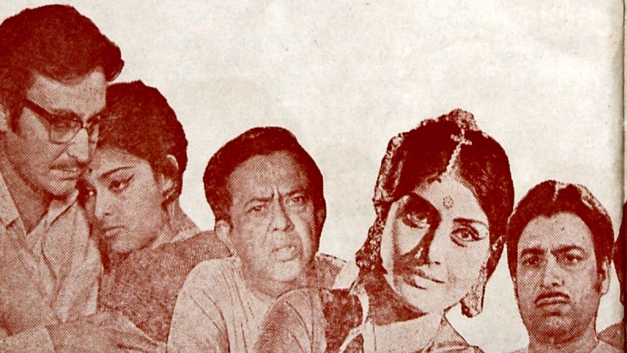

আসর শেষে ডাক্তারের বাড়ী ফেরা হয় না। পান্নাকে নিয়ে ডাক্তারখানা ঢোকে—গোবিন্দ দাঁ ও আবদুল হামিদ। পান্নাকে ফেলে রেখে কুৎসিত ইঙ্গিত পূর্ণ হাসি হেসে ঘর ছেড়ে চলে যায় তারা।

পরের দিনও যথারীতি নিয়তির অমোঘ টানে ডাক্তার আসরে আসে। কিন্তু পান্নার সেই সম্মোহন দৃষ্টির কাছে যেন নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। নাচের মাঝখানেই উঠে চলে আসে ডিসপেনসারিতে। সমস্ত দেহে মনে একটা নতুন অনুভূতি।

অকস্মাৎ অভাবনীয় ভাবেই পান্না নাচের আসর থেকে ডিসপেনসারিতে এসে ঢোকে। উভয়েই উভয়ের মাঝে দ্বিধা দ্বন্দ্ব, রাগ অনুরাগের মধ্যে একটা মিষ্টি মধুর সান্নিধ্যে সুখ স্পর্শ অনুভব করে। ঘটনা ও সময়ের গতিতে উভয়ে উভয়কে জানতে পারে। মনের দিক থেকে ক্রমশঃ কাছে আসে। এক সময় পান্না নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। মনের সুপ্ত দিকটা ডাক্তারের কাছে মেলে ধরে। ব্যাকুল আকুতি জানায় ডাক্তারকে তার সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ার জন্য। ডাক্তারও সে অনুরোধ দূরে ঠেলে দিতে পারল না। বরং পান্নাকে আপন করে কাছে টেনে নেয়। যশ, মান, প্রতিপত্তি, স্ত্রী, সংসার সমাজ সব কিছু পেছনে ঠেলে দিয়ে—পান্নার সঙ্গে কলকাতায় রওনা হয় ডাঃ শশাঙ্ক।

কিন্তু তারপর ?

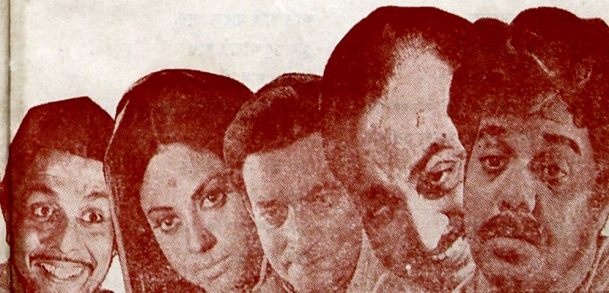

সঙ্গীত

(১)

শিল্পী রুমা গুহঠাকুরতা

ভেঙ্গে যাবে ঠুনকো কাঁচের চুড়ি যে
ধরো না ধরো না হাত ধরো না।
খেলো না মন নিয়ে আর সেই খেলা
না না না কোরো না প্রেম কোরো না।
লোকে দেবে গঞ্জনা, ঐ চোখে চেয়ো না,
ও চোখের চাউনিতে ভাই
মরণ আছে মরো না।
যে নেশায় মন জলে, তাকে যেন প্রেম বলে,
সে নেশার সর্বনাশা
ফাঁদেতে ভাই পড়ো না।

(২)

শিল্পী—আশা ভোঁসলে

বেঁধেছি বিনুনী ঝুমকো কাঁটার ফুলে
জড়িয়ে জরির সুতো মেঘ কালো চুলে।
পদ্ম ফুলের কলি ফোটে
দেখ আমার রাঙা ঠোঁটে
এত ডাকি নেবে নাকি তাকে তুলে
মেঘ কালো চুলে।
রঙ্গ চাতুরী জানি না যে
মন নিয়ে তাই কি মরি লাজে।
রূপের আলোয় আলো করে
বসে আছি এই বাসরে
কথা রাখো যেও নাকো তাকে ভুলে

(৩)

শিল্পী—আশা ভোঁসলে

পীরিতির পসরা নিয়ে
তাকেই খুঁজে মরি
যে রসিক মন নিয়ে আর প্রেম নিয়ে
করেনা দরাদরি ॥
যে শুধু রাত আঁধারে—
ডাকে না অভিসারে,
সকালেও যার মালাটি
গরব করে পরি ॥
আমি তার কলঙ্কতে হবো যে কমলকলি,
মরমের রাই কিশোরী মরণের চন্দ্রাবলী
সে আমার বিষের বাঁশী
আমি যার সর্বনাশী
তুমি হও সেই সে নাগর
তোমায় বরণ করি ॥

(৪)

শিল্পী : আশা ভোঁসলে

লোকের কথায় কান দিও না
নিজের কথাই বলো না।
ওরা শুধু মানুষ চেনে
মনের মানুষ চেনে না ॥
মালা ওরা গলায় পরে
আমি রাখি মাথায় করে,
তুমি শুধু আমার জন্যে
তোমার মালা গাঁথো না।
জমলে আসর সবাই থাকে
ফুরোলে গান থাকে না।
ওরা শুধু নেশার ঝোঁকে
কিছুক্ষণ বেঁহুস থাকে।
এমন নেশার খোঁজ রাখকি
কিছুতে যা কাটে না।

(৫)

শিল্পী—মান্না দে

ভেবে কে আর ভাব করে হে
ভাব করে স্বভাবে—
ছেড়ো না এই ভাবের নেশা
আনন্দেরই অভাবে।
পারো যদি কোন মতে
সে ভাবের ভাবুক হতে,
জুড়াবে মনে জ্বালা
ভালবাসার প্রভাবে।
তবু তো কেউ জানে না হে
সে জন কেন চলে যায়।
মন যে শুধু পড়ে থাকে
মন হারানোর যন্ত্রণায়।

ভাবের ঘরে দিয়ে চাবি
যতই কেন হও হিসাবী
সাড়া তো মিলবে না আর
আসল কথার জবাবে—

(৬)

শিল্পী—আশা ভোঁসলে

বেলাবেলি আসতে যদি
বঁধুয়া এই ঘরে।
পড়তে না যে তবে কারো
কু-নজরে।
কি যে হলো খেয়াল তোমার
এলে যখন নামলো আঁধার
এখন হাজার দীপের এই আলোতে
লুকাই তোমায় কি করে—
এই ঘরে।
কানে কানে হয়ে কানাকানি
জনে জনে হ'ল জানাজানি।
এলে কেন এমন সময়
যখন এলে কলঙ্ক হয়
তুমি এই ঘরে তা' রটে গেলো,
পীরিতির এই নগরে—
কি করে।

শতরূপা পিকচার্সের
দ্বিতীয় নিবেদন

সমরেশ বসুর

চিত্রনাট্য • পরিচালনা

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশনা

শতরূপা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স

দি প্রিন্টেক্স, ৯৩/৩/১এ, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৫-৯৯৪৩